(খ) **ইতিবাচক ও নেতিবাচক উৎসাহদান (Positive and Negative Reinforcement):** ইতিবাচক প্রবলন সম্পর্কে শিক্ষককে সর্বদাই সচেতন থাকা দরকার কারণ এই প্রবলন যাতে কখনোই মাত্রাতিরিক্ত না হয়। আবার নেতিবাচক প্রবলন সম্পর্কে শিক্ষক মহাশয়কে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয় কারণ এই প্রবলন যাতে কোনোভাবেই শিক্ষার্থীদের মনে কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে।

(গ) **বাচনিক ও অ-অবাচনিক উৎসাহদান (Verbal and Non-verbal Reinforcement):** প্রবলন প্রশংসামূলক শব্দের মাধ্যমে হতে পারে আবার শুধু অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমেও হতে পারে। শব্দের মাধ্যমে প্রবলনের প্রক্রিয়াকে বাচনিক প্রবলন আর অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রবলনের প্রক্রিয়াকে অ-বাচনিক প্রবলন বলা হয়ে থাকে।

(ঘ) **পারস্পরিক প্রবলন (Interactive Reinforcement):** শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে থাকে। এখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করে থাকেন।

(ঙ) **তাৎক্ষণিক ও বিলম্বিত প্রবলন (Immediate and delayed Reinforcement):** তাৎক্ষণিক প্রবলনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উত্তর শুনে শিক্ষক মহাশয় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাবেন। বিলম্বিত প্রবলনের ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয় উত্তর শোনার পর সময় নিয়ে তার প্রবলনের মতামত জানাবেন।